তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৬০

**কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে**

**-- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষিকে আধুনিক ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে গুরুত্ব দিয়ে নেয়া হয়েছে ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রকল্প। পাশাপাশি কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে দক্ষ জনবল তৈরিতে ইতিমধ্যে মাঠ পর্যায়ে কৃষি প্রকৌশলীর ২৮৪টি পদ সৃজন করা হয়েছে। ফলে, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের দিকে যাচ্ছে ও যান্ত্রিকীকরণের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এ বছর বোরোতে ধান কাটার যন্ত্র কম্বাইন্ড হারভেস্টার, রিপার বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় দ্রুততার সাথে সফলভাবে ধান ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে ‘সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প’-এর জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০-৭০শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে কৃষিযন্ত্র দেয়া হচ্ছে। এটি সারা বিশ্বের একটি বিরল ঘটনা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিতে নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদনে সময় ও শ্রম খরচ কমবে। কৃষক লাভবান হবে। বাংলাদেশের কৃষিও শিল্পোন্নত দেশের কৃষির মতো উন্নত ও আধুনিক হবে।

কৃষিযন্ত্রের প্রাপ্তি, ক্রয়, ব্যবহার ও মেরামত সহজতর করতে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে জানিয়ে কৃষিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে কৃষিযন্ত্র তৈরি করতে চায়। তিনি বলেন, যন্ত্র সরবরাহকারীদেরকে যন্ত্রের মেইনটেন্যান্সে সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা দিতে হবে। এছাড়া, কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণে জোর দেয়া হচ্ছে- যাতে তারা নিজেরাই যন্ত্র চালনা ও মেরামত করতে পারে।

এ সময় কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী, নির্মাতা ও আমদানিকারকদের দেশে কৃষিযন্ত্র তৈরিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

ভর্তুকি পাওয়ার পরও যাতে কৃষক কৃষিযন্ত্র কিনতে পারে, সেজন্য কৃষককে ঋণ দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছেও বলে জানান কৃষিমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার ‘কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫২ হাজার কৃষি যন্ত্রপাতি সারাদেশে ৫০ শতাংশ ও হাওর-উপকূলীয় এলাকায় ৭০ শতাংশ ভর্তুকিতে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে। চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরে এ প্রকল্পের অধীনে বরাদ্দপ্রাপ্ত ২০৮ কোটি টাকার মাধ্যমে সারা দেশে ১৭৬২টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার, ৩৭৯টি রিপার, ৩৪টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টারসহ প্রায় ২ হাজার ৩০০টি বিভিন্ন ধরণের কৃষিযন্ত্র কৃষকের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এ প্রকল্পে বরাদ্দ রয়েছে ৬৮০ কোটি টাকা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার বক্তব্য রাখেন। প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক বেনজীর আলম। এসময়, কৃষিযন্ত্র প্রস্তুতকারী-সরবরাহকারীদের প্রতিনিধিবৃন্দ, সুবিধাভোগী কৃষক এবং সারা দেশের প্রায় ৫ শতাধিক কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি প্রকৌশলী ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

#

কামরুল/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৯

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী উদ্যোক্তাদের

প্রণোদনা ঋণ বিতরণ উদ্বোধন করলেন পল্লী উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

আজ রাজধানীর কাওরান বাজারে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পল্লী ভবনের সম্মেলন কক্ষে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র পল্লী উদ্যোক্তাদের মাঝে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ৩০০কোটি টাকা প্রণোদনা ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য। তিনি বৃহত্তর ফরিদপুরের ৫ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার প্রতিজনকে পাঁচ লাখ টাকার চেক প্রদান করে কার্যক্রমের সূচনা করেন।

উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) ৩০০ কোটি টাকা ঋণ তহবিল বরাদ্দ পেয়েছে। ৪ শতাংশ সরল সেবামূল্যে ২ বছর মেয়াদে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হবে।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অব্যাহত অগ্রযাত্রা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই জন্য সার্বক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন, প্রণোদনা প্যাকেজের ব্যবস্থা করেছেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দেশের ক্ষতিগ্রস্ত অর্থনীতিকে দ্রত স্বাভাবিক করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে সরকার। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত নারী পল্লী উদ্যোক্তাদের এ প্রণোদনা ঋণ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যদূরীকরণ সরকারের একটি অন্যতম অঙ্গীকার। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গ্রামীণ জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে।

বিআরডিবির মহাপরিচালক সুপ্রিয় কুমার কুন্ডুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল আহসান। অনুষ্ঠানে সমগ্র বাংলাদেশের জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

#

আহসান/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৮

**টেকসই উন্নয়নে পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে**

**---জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, সরকার সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে যে উন্নয়নের ধারা সূচিত হয়েছে সেই উন্নয়নকে টেকসই করতে পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে হবে।

আজ খুলনা বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় আয়োজিত ‘জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথযাত্রায় দক্ষিণাঞ্চল’ শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে বক্তৃতাকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করা। এই লক্ষ্য অর্জনে সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের উন্নয়নকে টেকসই করে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, দেশের দক্ষিণাঞ্চল আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তাই দেশের অগ্রগতিকে সুসংহত করতে এই অঞ্চলের সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।

খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মোঃ ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কে এম আলী আজম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৭

**এফবিসিসিআই’র নবনির্বাচিত পরিষদকে বাণিজ্যমন্ত্রী**

**এলডিসি গ্রাজুয়েশন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে হবে**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, এলডিসি গ্রাজুয়েশন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ব্যবসায়ীদের প্রস্তুত হতে হবে। সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় খাতভিত্তিক সাব-কমিটি গঠন করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেখানে এফবিসিসিআই’র প্রতিনিধি থাকবে। গতানুগতিক কাজের বাইরে গিয়ে এফবিসিসিআইকে বাণিজ্য ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণে ভূমিকা রাখতে হবে। সরকার বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এফটিএ বা পিটিএ স্বাক্ষর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে আরও তৎপর হতে হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, রপ্তানি বাণিজ্যে শুধু তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভর করলে হবে না। দেশের আইসিটি, লেদার, প্লাস্টিক, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে রপ্তানি বৃদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, এ সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। সরকার এ সকল খাতকে রপ্তানি বাণিজ্যে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এ জন্য ব্যবসায়ীদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মো. জসিম উদ্দিনের নেতৃত্বে নবনির্বাচিত পরিষদ এর ৪৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল দেখতে গেলে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আগামী অর্থ বছর সরকার ৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করতে চায়। এজন্য দেশের রপ্তানিকারকদের আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান ব্যবসাবান্ধব সরকার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। এলডিসি গ্রাজুয়েশনের পর ব্যবসা-বাণিজ্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ আসবে, তা দক্ষতার সাথে সকলকে মোকাবিলা করতে হবে।

উল্লেখ্য, এফবিসিসিআই’র প্রেসিডেন্ট মো. জসিম উদ্দিন মহান জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেটকে স্বাগত জানান। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ এলডিসি গ্রাজুয়েশন এবং এসডিজি অর্জনে সরকারকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতার আশ^াস প্রদান করেন। তারা ব্যবসাবান্ধব পলিসি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দেশে নতুন নতুন রপ্তানি পণ্য সৃষ্টিতে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্যসচিব তপন কান্তি ঘোষ বক্তব্য রাখেন। আগত ব্যবসায়ী নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই’র সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু, ভাইস-প্রেসিডেন্ট এম এ মোমেন, মো. আমীন হেলালী, সালাহউদ্দিন আলমগীর, মো. হাবিব উল্লাহ ডন এবং এম এ রাজ্জাক খান। পরিচালকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবু মোতালেব, ড. ফেরদৌসী বেগম, আমজাদ হোসেন, মো. শাহীন আহমেদ, শমী কায়সার, মো. আবু নাসের, সৈয়দ সাদাত আলমাস কবীর, মিসেস প্রীতি চৌধুরী, মিস নাজ ফারহানা আহমেদ এবং সাইফুল ইসলাম।

#

বকসী/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৬

**১৯ জুন থেকে করোনার ভ্যাকসিন কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে**

**---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, ১৯ জুন থেকে দেশব্যাপী করোনার ভ্যাকসিন কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। এই টিকা আগে থেকে যারা রেজিস্ট্রেশন করে রেখেছেন তাদেরকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে আগে দেয়া হবে।

আজ রাজধানীর মহাখালীস্থ বিসিপিএস অডিটোরিয়াম ভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেকের মা ফৌজিয়া মালেকের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে একথা বলেন ।

দেশের সীমান্তবর্তী এলাকার পর ধীরে ধীরে কোভিডে আক্রান্তের হার ঢাকার পার্শ্ববর্তী কুমিল্লা, নোয়াখালী সহ অন্যান্য এলাকাতেও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন আরো বেশি সচেতন না হলে খুব দ্রুত ঢাকাতেও আক্রান্তের হার বেড়ে যাবে বলে জানান মন্ত্রী।

মন্ত্রী ছাড়াও স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আলী নূর, কমিউনিটি ক্লিনিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মোদাচ্ছের আলী, বিএমএ সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, মহাপরিচালক স্বাস্থ্য বিভাগ, মহাপরিচালক শিক্ষা বিভাগ, মহাপরিচালক ড্রাগ, স্বাচিপ মহাসচিব এম এ আজিজ, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি মুবিন খান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক রোকেয়া সুলতানাসহ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসময় দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৫

**একজন মানুষ ক’বার জন্মায় : মির্জা ফখরুলের কাছে তথ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

‘একজন মানুষ ক’বার জন্মায়’ মির্জা ফখরুল ইসলামের কাছে এ প্রশ্ন রেখে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘আপনারা বেগম খালেদা জিয়াকে এভাবে পাঁচ-ছ’টি জন্মের তারিখ দিয়ে কেন বারবার জন্মগ্রহণ করালেন!’

‘বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জন্মদিনের বিভিন্ন তারিখ ব্যবহার বিষয়ে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না’ গতকাল হাইকোর্টের এই রুল জারির পর  মির্জা ফখরুলের বক্তব্যের বিষয়ে আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এ প্রশ্ন রাখেন। মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা: মোঃ মুরাদ হাসান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

বেগম জিয়ার পাসপোর্ট ও করোনা টেস্ট রিপোর্টে তার জন্মতারিখের চিত্র নিজের আইপ্যাড থেকে সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলতে চাই, মেট্রিক পরীক্ষার ফরমে খালেদা জিয়ার জন্মতারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ সাল। আবার তার বিবাহ সনদে জন্মের তারিখ উল্লেখ আছে ৫ আগস্ট ১৯৪৪ সাল। ১৯৯১ সালে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তখন সরকারি নথিতে তার জন্মতারিখ উল্লেখ আছে ১৯ আগস্ট ১৯৪৭ সাল। আর বর্তমানে যে পাসপোর্ট তিনি ব্যবহার করছেন সেখানে তার জন্মতারিখ উল্লেখ আছে ৫ আগস্ট ১৯৪৬ সাল। এবং অতি সম্প্রতি তিনি যে করোনার টেস্ট করেছেন, সেখানে তার জন্মের তারিখ উল্লেখ আছে ৮ মে ১৯৪৬ সাল। ক’টি জন্ম তারিখ হলো!’

‘কোনো সরকারি নথিতে কোনো জায়গায় বেগম খালেদা জিয়ার জন্মের তারিখ ১৫ আগস্ট উল্লেখ নাই, অথচ বিএনপি’র পক্ষ থেকে খালেদা জিয়ার জন্মতারিখ বলে ১৫ আগস্ট কেক কাটা হয়’ উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন,  ‘প্রকৃতপক্ষে ১৫ আগস্ট কেক কাটা হয় সেদিনের হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করার জন্য, হত্যাকারীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য, ১৫ আগস্টের এই মর্মান্তিক ঘটনাকে উপহাস করার জন্য।’

‘আসলে মির্জা ফখরুল সাহেবরা বেগম খালেদা জিয়ার জন্মের তারিখ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন এবং তারা  আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন, আদালতের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন’ বলেন ড. হাছান। তিনি বলেন, ‘একজন মানুষের পাঁচটা জন্মতারিখ হওয়া মানে তার জন্মের তারিখ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা, এটা তারাই করেছেন। সরকার বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় স্বপ্রণোদিতভাবে এই বিষয়টি বলেনি। আদালত নির্দেশনা দিয়েছে বিধায় সরকারকে আদালতে সমস্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে বলা হয়েছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘হাইকোর্টের রুলের পর বেগম জিয়ার এতোগুলো জন্মতারিখের কারণে মানুষের কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে বলে তড়িঘড়ি সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যে বক্তব্য রেখেছেন সেগুলো হাইকোর্টের প্রতি, আইন-আদালতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের মতোই। সেখানে তিনি কিছু আপত্তিকর কথাও বলেছেন, তিনি বলেছেন, ‘একটি নির্দিষ্ট দিনে কেউ জন্ম নিতে পারবে না এটা বলে দিলেই হয়’, যা প্রচণ্ড আপত্তিকর। মহান স্রষ্টা ঠিক করেন কে কোনদিন জন্মগ্রহণ করবেন।’

‘এভাবে জন্মের তারিখ বদলে দিয়ে ভুয়া জন্মদিন পালন কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত নয় এবং যদি ইউরোপে কোনো রাজনীতিবিদের এ ধরনের কয়েকটি জন্মতারিখ হতো, তিনি রাজনীতিতেই অযোগ্য ঘোষিত হতেন, তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধে মামলা হতো’ জানিয়ে ড. হাছান বলেন, ‘আমি মহামান্য হাইকোর্টকে ধন্যবাদ জানাই এই বিষয়ে কেন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে সেই সমস্ত তথ্য উপাত্ত চেয়ে পাঠানোর জন্য।’

পৃথিবীর সব প্রাণী একবার জন্মগ্রহণ করে, মানুষও একবারই জন্মগ্রহণ করে, ৫ কিংবা ৬ বার জন্মগ্রহণ করে না, পাঁচ বা ছ’টি জন্মতারিখও থাকে না উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পৃথিবীতে ৩টি পর্যায়ে বিলিয়ন বিলিয়ন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। সব প্রাণীই একবার জন্মগ্রহণ করেছে, কোনো প্রাণীই দুইবার জন্মগ্রহণ করে নাই এবং ৫ বার জন্মের তো প্রশ্নই আসে না।

#

আকরাম/সাহেলা/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/১৯২৬ ঘণ্টা

Handout Number : 2754

**The government is working for uninterrupted employment of the people**

**---Environment Minister**

Baralekha (Moulvibazar) 14 June :

Environment, Forest and Climate Change Minister Md. Shahab Uddin said the ruling Awami League government led by Prime Minister Sheikh Hasina is always working tirelessly to improve the quality of life of the people. All necessary initiatives, including the continuation of grassroots government development activities, have been taken to keep the livelihood of the people uninterrupted during the epidemic.

The Environment Minister said this while speaking as the chief guest at a function organized on the occasion of laying the foundation stone of Sridharpur (GPS) -RHD paved road development work in Moulvibazar's Baralekha upazila today.

Shahab Uddin said as a continuation of the development activities of the present government, Bangladesh will become a developed country by 2041. Then the per capita income of the people will be 12 thousand US dollars from the current 2270 dollar. The Minister said the slogan 'Sheikh Hasina's initiative, electricity in every house' has been implemented by increasing the power generation capacity in the country to 24,000 MW. He said everyone should beware of misinterpreters and hypocritical religious businessmen who are an obstacle to the development of the country.

Chairman of Baralekha Upazila Parishad Sohaib Ahmed, Executive Engineer of LGED Md. Azim Uddin Sardar, Upazila Nirbahi Officer Khandaker Mudachir Bin Ali and former Chairman of Baralekha Upazila Parishad and Acting General Secretary of Upazila Awami League Rafiqul Islam Sundar were present among others at the inaugural ceremony.

#

Dipankar/Sahela/Sanjib/Abbas/2021/1837 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫৩

**সময়ের চাহিদা মেটাতে অডিট ফার্মগুলোও ডিজিটালাইজড হচ্ছে**

**-- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, ডিজিটাল যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে পৃথিবীতে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে না। সময়ের চাহিদা মেটাতে দেশের অডিট ফার্মসহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের ডিজিটালাইজড করতে শুরু করেছে। বিষয়টি প্রথম দিকে চ্যালেঞ্জিং হলেও ধীরে ধীরে ডিজিটাল পদ্ধতি সহজেই আয়ত্তে চলে আসছে। বাঙালি যে মেধাবী এবং উদ্ভাবনকে সহজেই আয়ত্তে আনতে সক্ষম ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফলতা তার প্রমাণ। অগ্রগতিকে বেগবান করতে চিন্তা ও কাজে ডিজিটাল যুগকে মাথায় রেখে এগুতে হবে।

গতকাল ঢাকায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্স অভ্ বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর উদ্যোগে ‘ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ডিসিমিনেশন অভ্ অডিট প্রাকটিস সফটওয়্যার ফর সিএ ফার্মস ইন বাংলাদেশ’ প্রকল্পের অধীনে অডিট প্র্যাকটিস সফটওয়্যারের ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী নিরীক্ষা কর্যক্রমে প্রযুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে পেশাগত কারণে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টদেরকে নিরীক্ষার সর্বাধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে তাদের দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য উল্লেখ করে কম্পিউটারে বাংলা সফটওয়্যারের জনক মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স কিংবা আইওটি ব্যবহার করতে হবে জানতে হবে। মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রযুক্তি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে নিরীক্ষার সর্বোত্তম মান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান নেতৃত্বে কৃষি যুগের বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করা বিস্ময়কর ঘটনা। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ী অঙ্গীকার। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

অনুষ্ঠানে আইসিএবির প্রেসিডেন্ট মাহমুদউল হাসান খসরু, আইসিএবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুল কাদের জোয়াদ্দার এবং সিইও শুভাশীষ বসু বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিএবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মারিয়া হাওলাদার। বক্তারা ডিজিটাল ব্যবস্থার আত্মীকরণের ফলে নিরীক্ষা মানোন্নয়ন, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং সময় ও ভুল কমিয়ে আনবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সূচনা পর্বে ৫৬টি অডিটিং ফার্ম এই সফটওয়্যার আত্মীকরণ করবে এবং পরে অন্য ফার্মগুলোও এর ব্যবহার শুরু করবে।

#

শেফায়েত/সাহেলা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২১/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫১

**সরকার ফড়িয়াদের থেকে ধান সংগ্রহ করবে না**

**-খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, সরকার ফড়িয়াদের থেকে ধান সংগ্রহ করবে না। প্রকৃত কৃষকের ধান কেনাই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, ফুড গ্রেইন লাইসেন্স ছাড়া কেউ যাতে খাদ্য মজুদ না করে সেটি মনিটরিং করতে হবে। মিলারগণ যাতে নির্ধারিত সময়ে চুক্তি মোতাবেক চাল সরবরাহ করেন সেটিও নিশ্চিত করতে খাদ্য কর্মকর্তাদের সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি।

আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে ‌‘অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ ২০২১ এর রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায়’ প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভার্চুয়ালি তিনি এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ৩০ জুনের মধ্যেই সংগ্রহ লক্ষ্য ৭৫ শতাংশ অর্জন করতে হবে। বোরো সংগ্রহ ব্যর্থতায় কোন অজুহাত চলবেনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যারা ইতোমধ্যে সংগ্রহ অভিযানে লক্ষ্য পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে নতুন করে বরাদ্দ দেওয়া হবে একই সাথে যাদের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, মিলারগণ কেন চাল সরবারহে গড়িমসি করছেন তা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের খতিয়ে দেখতে হবে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য সঠিক হলে পরিকল্পনা করা সহজ হয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে বাজার মনিটরিং হয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, চালের দাম যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সে লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সাথে সমন্বয় করে বাজার ও মিলগেট মনিটরিং কাজে খাদ্য কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

 তিনি বলেন, মনে রাখতে হবে খাদ্য অধিদপ্তর ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করে। যে কোন দূর্যোগে এ সংগ্রহ করা খাদ্য শষ্যই মূখ্য ভূমিকা রাখে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে সে দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে চলমান বোরো সংগ্রহ অভিযানকে সফল করার আহ্বান জানান তিনি।

খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শেখ মুজিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সচিব   
ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন।

 খাদ্য অধিদপ্তরের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের খাদ্য বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন।

#

কামাল/অনসূয়া/জুলফিকার/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৬১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৫০

**জনগণের কর্মসংস্থান সচল রাখতে কাজ করছে সরকার**

**-পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় জনগণের পাশে থেকে তাদের জীবন মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহামারিকালে জনগণের কর্মসংস্থান সচল রাখতে তৃনমুল পর্যায়ের সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার শ্রীধরপুর-আরএইচডি পাতন রাস্তা উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হবে বাংলাদেশ। দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করে শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ শ্লোগান বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী ও ধর্মব্যবসায়ীদের থেকে সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আজিম উদ্দিন সরদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার খন্দকার মুদাচ্ছির বিন আলী এবং উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সুন্দর প্রমুখ।

#

দীপংকর/অনসূয়া/জুলফিকার/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১২৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৪৯

স্মরণ সভায় তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী

**মোহাম্মদ নাসিম ছিলেন রাজনৈতিক কর্মীদের অনুপ্রেরণা**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেছেন, সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে সবসময় সোচ্চার ছিলেন মো. নাসিম; অসাম্প্রদায়িক সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার অঙ্গীকার থেকে কখনো বিচ্যুত হননি তিনি। সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে মোহাম্মদ নাসিমের ভূমিকা রাজনৈতিক কর্মীদের সাহসী ও অনুপ্রাণিত করবে। শত প্রতিকূলতার মাঝেও আন্দোলন সংগ্রামে তিনি কখনো পিছু হটেননি।

আজ সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সাবেক সদস্য, সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু একাডেমি আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, একদিকে রাজনীতি অন্যদিকে মন্ত্রণালয়-দু’টি ক্ষেত্রেই দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে গেছেন মো. নাসিম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাব্বির আহমেদ রনির সভাপতিত্বে সভায় বক্তৃতা করেন আওয়ামী লীগ নেতা শাহে আলম মুরাদ, এড. বলরাম পোদ্দার, মিনহাজ উদ্দিন মিন্টু ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবির মিজি প্রমুখ।

#

তুহিন/অনসূয়া/জুলফিকার/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৪৮

**জাগরণ টিভি হবে একটি প্রযুক্তিনির্ভর ও গণমানুষের প্লাটফর্ম**

**-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩১ জ্যৈষ্ঠ (১৪ জুন) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, ডিজিটাল অনলাইন প্লাটফর্ম জাগরণ টিভি হবে প্রযুক্তিনির্ভর ও গণমানুষের প্লাটফর্ম।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল রাজধানীর বাংলামোটরস্থ পদ্মা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ভবনে জাগরণ টিভির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন ।

পলক বলেন বর্তমানে দেশে ১২ কোটি, বাংলা ভাষাভাষী ২৫  কোটি এবং বিশ্বে ৪’শ কোটি মানুষ ইন্টারনেট নির্ভর। আজকে এই ডিজিটাল টিভি চ্যানেল জাগরণ টেলিভিশন ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ দেখতে পাবে। বাংলাদেশে এর দ্রুত সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে শুধু প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও তাঁর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। সজীব ওয়াজেদের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও পরিকল্পনার জন্য বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সৃষ্টি হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ট্রেডিশনাল মিডিয়া ক্রমাগত বিলুপ্তি হচ্ছে। অনলাইন রিলেটেড মিডিয়াগুলোর জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

পলক বলেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচুর টাকা আয় হচ্ছে। লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এর অপপ্রচার ও অপব্যবহারও হচ্ছে। যেমনটি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধেও অপপ্রচার হয়েছিল। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সাড়ে ৬ লাখ ফ্রিল্যান্সার, ১৫ লাখ তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ফলে ।

তিনি বলেন, দেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু চক্রান্তকারীরা এখনও দেশের বাইরে বসে ষড়যন্ত্র করছে। তারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা স্তব্ধ ও বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে।

বিবার্তা২৪.নেটের সম্পাদক বাণী ইয়াসমিন হাসির সভাপতিত্বে ও জাগরণ টিভির প্রধান সম্পাদক এফ এম শাহীনের আয়োজন ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ, সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ডক্টর মোহাম্মদ সামাদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুস সবুর, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর এমরান কবির চৌধুরী, প্রমুখ।

#

শহিদুল/অনসূয়া/জুলফিকার/সুবর্ণা/শামীম/২০২১/১২৪৭ ঘণ্টা